কোচ হিসাবে সফল হওয়াই লক্ষ্য দিদিয়ের দেঁশক্যাম্পসের

মস্কো, ১১ জুলাই: রাশিয়া বিশ্বকাপে হট ফেভারিটরা বিদায় নিলেও এখনও খেতাব জয়ের দৌড়ে রয়েছে ফ্রান্স। সেমিফাইনালে বেলজিয়ামকে হারিয়ে ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে ফরাসিরা। এবার লক্ষ্য রাশিয়া বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়া। দেশের অধিনায়ক হিসাবে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন ফ্রান্সের কোচ দিদিয়ার দেঁশক্যাম্পস।

১৯৯৮'র বিশ্বকাপে তাঁর অধিনায়কত্বে ফ্রান্স বিশ্বকাপ খেতাব জয় করেছিল প্রথমবার। এবার কোচ হিসাবে বিশ্বকাপ খেতাব তিনি দেশকে এনে দিতে পারবেন কি না তা অবশ্য সময়ই বলবে। কিন্তু খেতাব জয়ের দিকে তারা যে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে তা কিন্তু বলা যেতেই পারে। গ্রুপ পর্বের ম্যাচের পর নক আউট পর্বের ম্যাচে জয়ের ধারা বজায় রেখে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল ফ্রান্স। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে ফ্রান্স টানটান উত্তেজনা ম্যাচে ১-০ গোলে জয় পায় এবারের বিশ্বকাপে ডার্কহর্স বলে খেলতে নামা বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে। এবারের বিশ্বকাপে দারুণ সব ফুটবলার নিয়ে এলেও, গ্রুপ পর্বে সেভাবে প্রমাণিত হয়নি ফ্রান্স। একমাত্র ডেনমার্কের বিরুদ্ধেই কঠিন লড়াই ছিল ১৯৯৮'র বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। ডেনমার্কের বিরুদ্ধে গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করলেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে ফ্রান্স বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এবার রাশিয়ার মাটিতে পাদিয়েছে চ্যাম্পিয়ন খেতাব ঘরে তোলার জন্য। গ্রুপ পর্বে সেভাবে পরীক্ষিত না হলেও আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ফরাসিদের ম্যাচটি ছিল চ্যালেঞ্জের। আর সেই কড়া চ্যালেঞ্জে উত্তীর্ণ হওয়ার পর ফ্রান্স কোয়ার্টার ফাইনালে সহজেই ২-০ গোলে হারায় উরুগুয়েকে। সেমিফাইনালে ডার্কহর্স বেলজিয়ামকে হারিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর পর বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ফ্রান্স। এবার লক্ষ্য বিশ্বকাপ খেতাব জয়। আসলে অধিনায়ক হিসাবে কাপ জয়ের পর এবার লক্ষ্য কোচ হিসাবে বিশ্বকাপ জয়। সত্যি কথা বলতে কী ফ্রান্স কোচকে কাপ জয়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন দুই তরুণ ফুটবলার এমবাপ্পে এবং গ্রিজম্যান। এই দুই ফুটবলারের পাশাপাশি রয়েছেন পল পোগবার মতো ফুটবলার। সবচেয়ে বড় কথা এবারের ফ্রান্স দলটি যে কোনও শক্তিশালী দলকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে প্রস্তুত। যার প্রমাণ পাওয়া গেছে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, বেলজিয়াম ম্যাচে। তাই নক-আউট পর্বের শেষ তিনটি ম্যাচের পারফরম্যান্স তুলে ধরে টুর্নামেন্টের শেষ হার্ডলস টপকাতে চান ফরাসি কোচ। এখন দেখার অধিনায়কের পর কোচ হিসাবে দিদিয়ের ফ্রান্সকে বিশ্বকাপ এনে দিতে পারেন কি না।

দল বদলে বড় চমক, লাল-হলুদ শিবিরে জনি অ্যাকোস্টা

অনিকেত মিত্র

এতদিন আর্থিক সমস্যা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। কিন্তু ৫ জুলাই বেঙ্গালুরুর এক কোম্পানি কোয়েসের সঙ্গে গাঁটছড়া বাধে ইস্টবেঙ্গল। ক্লাব কর্তাদের দাবি ছিল, ভারতীয় ফুটবলে এই ধরনের চুক্তি এই প্রথম। ভারতীয় ফুটবলে স্পনসরশিপ এলেও এর আগে বাণিজ্যিকভাবে সরাসরি বিনিয়োগ করেনি কেউ। সেক্ষেত্রে ক্লাব পরিচালনা ও ফুটবল সংক্রান্তে সিদ্ধান্ত স্পনসরের তেমন কোনও অংশীদারিত্ব থাকত না। কিন্তু বিনিয়োগকারীর সেই অধিকার থাকবে। ঠিক যেমনটা থাকে বাইরের দেশের ক্লাবগুলিতে। আর কিছুদিনের মধ্যেই সেই ফলশ্রুতি পেল ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা। ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপে কোস্টারিকার হয়ে খেলা ডিফেন্ডার জনি অ্যাকোস্টা জামোরাকে দলে নিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তারা। ৩৪ বছরের এই ডিফেন্ডার ২০১১ সালে আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে দেশের জার্সি গায়ে প্রথম মাঠে নামে। এবছর ছাড়াও তাঁকে দেখা গেছে ২০১৪'র বিশ্বকাপে। এছাড়াও খেলেছেন ২০১১'র কনকাকাফ গোল্ড কাপ এবং কোপা আমেরিকায়। আগামী মাসেই কলকাতায় আসতে চলেছেন এই বিশ্বকাপার। গত মরশুমে রক্ষণ সমস্যা ভুগিয়েছে লাল-হলুদকে। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই ডিফেন্ডারকে দলে নেওয়াতে সেই সমস্যা খানিকটা হলেও মিটতে চলেছে, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। অ্যাকোস্টা বলেছেন, ভারতের অন্যতম বড় ক্লাব হল ইস্টবেঙ্গল। এই ক্লাবের একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে। এই নতুন ক্লাবে আমি নিজের সেরাটা উজাড় করে দিতে চাই। ভারতীয় ফুটবলে অংশগ্রহণ করতে চাই। আমার আসল উদ্দেশ্য হল দলের অন্য ফুটবলারদের সাহায্য করা। ওদের যথাযথভাবে গাইড করা। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল দলের হয়ে আমি ট্রফিও জিততে চাই। ময়দান বিশেষজ্ঞদের মতে, কোস্টারিকান এই ডিফেন্ডারকে নিজেদের দলে সই করিয়ে এক ঐতিহাসিক নজির গড়ল ইস্টবেঙ্গল। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। চলতি বিশ্বকাপে খেলেছেন কোস্টারিকার এই ৩৪ বছর বয়সি সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার। তবে ঠিক কত টাকার বিনিময়ে তাঁকে লাল-হলুদ শিবিরে সই করানো হয়েছে তা নিয়ে খোলাখুলি কিছু জানায়নি ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তবে আগামী অগাষ্ট মাসে শহরে আসতে চলেছেন জনি। জাতীয় দলের হয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৭১টি ম্যাচ খেলেছেন জনি। ২টি গোলও করেছেন। কোস্টারিকার হেবেগিয়ানো ক্লাব থেকে ২০১৮ সালে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কলম্বিয়ার রিওনেগ্রো আগুইলাসে। দল বদলের বাজারে নতুনভাবে দল সাজাতে নেমে প্রথমেই বিশ্বকাপের ডিফেন্ডারকে দলে নিয়ে এক বিশাল চমক দিল ইস্টবেঙ্গল। গত কয়েক মরশুম ধরেই নিজেদের রক্ষণভাগ নিয়ে চিন্তায় দেখা গিয়েছে ক্লাব কর্তা সহ সমর্থকদের। সেই দিক থেকে জনির এই দলে যোগ দেওয়ায় নিতান্তই খুশি হয়েছেন লাল-হলুদ সমর্থকেরা। সূত্র থেকে জানা গেছে, কলকাতা লিগে তাঁকে পাওয়া যাবে না। লিগের শেষের দিকেই দলের সঙ্গেযোগ দেবেন তিনি। নতুন স্পনসরের উপর ভরসা রেখেই মোটা অঙ্কের অর্থে সই করানো হয়েছে এই বিশ্বকাপারকে। পাশাপাশি এও শোনা যাচ্ছে, আইএসএলে খেলার চিন্তাভাবনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। গতবছরের মতো এবছরও নিয়ম মেনে আইএসএলে খেলার দরপত্র তুলবে ক্লাব। আর তা মাথায় রেখেই ঘর গোছাচ্ছে লাল-হলুদ শিবির। সেই জন্যই এমন বড় চমক।

আজ একদিনের সিরিজ শুরু, সিরিজ জয়ই পাখির চোখ বিরাটের

শুভাশীষ ভৌমিক

টি-২০ সিরিজের পর আজ শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ডের একদিনের সিরিজ। ট্রেন্টব্রিজে প্রথম একদিনের ম্যাচে ফের মুখোমুখি হতে চলেছে কোহলির ভারত বনাম মরগ্যান বাহিনী।

টি-২০ সিরিজ জয়লাভের পর একদিনের সিরিজেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই একদিনের সিরিজ খেলতে নামছে ভারত। তবে ইংল্যান্ডও পাল্টা জবার দেওয়ার লক্ষ্যে মুখিয়ে রয়েছে। সেই দিক থেকে বলতে গেলে একদিনের সিরিজে যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে তা হলফ করে বলার অপেক্ষা রাখে না। নটিংহ্যাম্পশায়ারের এই মাঠটি ব্যাটসম্যানদের কাছে স্বর্গরাজ্য। এমনটা বলার কারণটা খুবই স্বাভাবিক এই মাঠেই এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ড গড়েছে থ্রি লায়ন্স ব্রিগেড। বর্তমান ইংল্যান্ড একদিনের দলের তারকার ছড়াছড়ি, সেই দলে ওপেনিংয়ে জেসন রয়- জনি বেয়ারসটো জুটি, মিডল অর্ডারে অ্যালেক্স হেলস, জস বাটলার, জো রুট, ক্যাপ্টেন মরগ্যান, অলরাউন্ডার মঈন আলি, বেন স্টোকস, পেস বোলিং লাইন আপ উড-উইলি-প্ল্যাংকেট-জ্যাকবল সমৃদ্ধ। ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে একাধিক খেলোয়াড়ের অপশন থাকায় প্রথম একাদশ বাছতে গিয়ে বেশ দোটানায় পড়তে হচ্ছে। কারণ প্রথম একদিনের ম্যাচে মিডল অর্ডারে হেলস, জো রুট, স্টোকসের মধ্যে কে খেলবেন তা নির্বাচন করতে গিয়েই আঙুল কামড়াতে হচ্ছে কারণ হেলস এই মুহূর্তে দুরন্ত ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শেষ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজে ট্রেন্টব্রিজের মাঠে শতরান পেয়েছিলেন।

জো রুট, বেন স্টোকস দু'জনেই ভরসাদায়ক এবং বিশ্বসেরা প্লেয়ারদের মধ্যে। তবে প্রথম একদিনের ম্যাচে প্রথম একাদশে জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে হেলস-বেন স্টোকের দিকেই পাল্লা ভারি। সেক্ষেত্রে বাদ পড়তে পারে জো রুট। রয়-বেয়ারস্টো দুজনেই স্বপ্নের ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। যাদের নিজের দিনে বিপক্ষ বোলারকে পাড়ার বোলারের স্তরে নামিয়ে আনা একপ্রকার বাঁ হাতের খেল।

ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্কদের বর্তমান ইংল্যান্ড দলকে কচুকাটা করতে গেলে প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্যই বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে বাইশ গজে নামতে হবে। ভারতীয় দল একদিনের সিরিজে খেলতে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী কারণ সদ্য ইংল্যান্ডকে টি-২০ সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়ে খেলতে নামছে।

ভারতের আপফ্রন্ট রোহিত শর্মা, শিখর ধাওয়ান এরা দুজনেই ভারতকে ইনিংসের শুরুটা খুব ভাল করতে পারেন। যার ফলে মিডল অর্ডারে চাপ অনেকটাই কমে যায়। শেষ টি-২০ ম্যাচে রোহিত শর্মা শতরান করে নিজের ছন্দ ফিরে পেয়েছেন। সেটাই বজায় রাখতে চাইছেন একদিনের সিরিজে। তবে টি-২০ সিরিজে ধাওয়ান কিছুটা নড়বড়ে হলেও তাঁর দ্রুত ছন্দে ফেরা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তবে ভারতের মিডল অর্ডারে পরিবর্তন দেখলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ টিম ম্যানেজমেন্ট তরফ থেকে কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে কেএল রাহুলের বর্তমান ফর্মের জন্য তাকে নাকি বিরাট কোহলির তিন নম্বরের পজিশনে পাঠানো হবে। এতদিন চার নম্বর পজিশনে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হলেও সেই জায়গায় এবার হাল ধরতে আসছেন স্বয়ং বিরাট কোহলি নিজে। তবে পাঁচ নম্বর পজিশনে কে খেলবে এই নিয়ে কিছুটা ধন্দে ভারতীয় থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। সুরেশ রায়নার জায়গায় একদিনের সিরিজে দীনেশ কার্তিককে খেলানোর রব উঠেছে, কারণ দীনেশ কার্তিকের আইপিএল মরশুম দারুণ কেটেছে।

যদিও সুরেশ রায়নার অভিজ্ঞতাও টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে ভাবার বিষয়, গত ইংল্যান্ডে সফরে একদিনের সিরিজে রায়না সিরিজের সেরা নির্বাচিত হয়েছিল। ছয় নম্বর পজিশনে যথারীতি এমএস, সাতে হার্দিক যার উপর ম্যাচ ফিনিশের দায়িত্ব বর্তাবে এবং দলের পাঁচ নম্বর বোলার হিসাবে খেলবেন। এই একদিনের সিরিজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা হতে যাচ্ছে কুল-চা জুটির। তাঁরাই হল একদিনের সিরিজ জয়ের ব্যাপারে বিরাটের তুরুপের ত্রাস। বোলিং লাইন আপ ভুবি-উমেশ জুটি ইংল্যান্ড কন্ডিশনে খুব কার্যকরী হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চোটের কারণে বুমরাহর ছিটকে যাওয়া এক মহা ক্ষতি। যার অভাব পূরণ করাটাই টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। যদিও তাঁর জায়গায় একদিনের দলে ঠাঁই পেয়েছে শার্দুল ঠাকুর। তাঁর সাম্প্রতিক ফর্ম মোটের উপর ভাল। তিনি কতটা ভরসাদায়ক হয়ে ওঠে সেটাই প্রশ্ন।

প্রথম একদিনের ম্যাচ দু'দলই চাইবে জিতে সিরিজ জয়ের ব্যাপারে একধাপ এগিয়ে থাকতে। ম্যাচটি জেতা নির্ভর করছে দু'দলের ম্যাচ ডে'র পারফরম্যান্সের উপর। বর্তমানে ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ইংল্যান্ড শীর্ষে রয়েছে। ভারতও খুব একটা পিছিয়ে নেই। ইংল্যান্ডের ঘাড়ে একপ্রকার নিঃশ্বাস ফেলছে। ভারত ওডিআই র‍্যাঙ্কিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ভারত একদিনের সিরিজে যদি ইংল্যান্ডকে ব্রাউনওয়াশ করতে পারে তবেই ওডিআইয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে যাওয়ার সুযোগ থাকবে। তেমনই ইংল্যান্ড চাইবে ঘরের মাঠে একদিনের সিরিজে ভারতকে হারিয়ে নিজেদের শীর্ষস্থান বজায় রাখতে।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের তত্ত্বাবধানে মোহনবাগানে নির্বাচন, নির্দেশ আদালতের

স্টাফ রিপোর্টার: মোহনবাগানের অচলাবস্থা কাটাতে দ্রুত নির্বাচনের নির্দেশ আদালতের। শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবে দ্রুত নির্বাচন চেয়ে আদালতে মামলা করেছিলেন মোহনবাগানের পদত্যাগী অর্থসচিব দেবাশিষ দত্ত ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য মহেশ টেকরিওয়াল। সেই মামলার ভিত্তিতেই এদিন বিচারপতি শেখর ববি সরাফ নির্দেশ দেন হয় দু'পক্ষ আপসে সমস্যা মিটিয়ে নিন, নাহলে দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন। এর আগে বার্ষিক সাধারণ সভার দিন মোহনবাগান কর্তাদের দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। রীতিমতো ধুন্ধুমার পরিস্থিতিতে শুরু হয় এজিএমে। প্রকাশ্যেই দুই শিবিরের কর্তাদের হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত টুটু বোসকে মোহনবাগান সভাপতি হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হন সচিব অঞ্জন মিত্র। কিন্তু শুনানির প্রথম দিনেই আবার ভোলবদল করেন সচিব। গতকাল সচিবের আইনজীবি দাবি করেন, 'যেহেতু টুটু বোস ক্লাবের কার্যনির্বাহী কমিটিকে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন তাই তিনি আর ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত নন।'

ছাত্র-ছাত্রীদের একনিষ্ঠভাবে ক্যারাটে শেখাচ্ছেন কোচ মহম্মদ আলি

সায়ন্তন সেন

সাধনা সরকার উদ্যান। যেটা ২৮ নম্বর ওয়ার্ড রাজাবাজারের মানুষের কাছে লেডিস পার্ক নামেও পরিচিত। এখানেই ২০১৩ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেণায় রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র ক্যারাটে ক্লাস চালু করেন। সমাজে ধর্ষণ ও অপরাধমূলক কাজকর্ম যাতে কম হয় তার জন্যই এই ক্যারাটে ক্লাস চালু হয়েছিল। যার উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন. বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

এই ক্যারাটে ক্লাসের আয়োজন রাজ্য সরকারের একটা বিশেষ উদ্যোগ, যেখানে বলা হয় রাজ্য এবার ক্যারাটে শেখাবে। এখান থেকে হাজার হাজার মেয়েরা ক্যারাটে শিখে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে সোনার মেডেল জিতেছে, ব্ল্যাকবেল্ট অর্জন করেছে। তারা এখন বিভিন্ন জায়গায় বিনা পয়সায় ক্যারাটে শেখাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই ক্যারাটে শিখিয়ে মেয়েদের স্বাবলম্বী করে তোলা। নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা প্রেস ক্লাবে আন্তর্জাতিক মহিলা দিবসে বলেছিলেন, 'মেয়েরা যদি বাঁচতে চায় তাহলে তাদের ক্যারাটে শিখতে হবে। সরকার তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।' এই সাধনা সরকার উদ্যানেই ক্যারাটে শেখান ৪৮ বছর বয়সী ক্যারাটে কোচ মহম্মদ আলি। নিজের দৈনন্দিন কাজ সামলেও যিনি বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিয়ে ক্যারাটে শেখান। যাঁর এক প্রিয় ছাত্রী আয়েশা নূর আমেরিকায় গিয়ে সাফল্য পেয়েছেন। এছাড়া আরও অনেকেই বিভিন্নি জায়গায় পুরস্কার, মেডেল পেয়ে কোচকে গর্বিত করছে। ক্যারাটে নিয়ে কোচ মহম্মদ আলি জানিয়েছেন,' দিনের পর দিন ধর্ষণ ও অপরাধমূলক কাজ বেড়েই চলছে। আর সেটা যাতে রোখা যায় কিংবা কমানো যায় তার জন্য মেয়েদের ক্যারাটে শেখাটা অত্যন্ত জরুরি। ক্যারাটে যেন তাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

এর জন্য বিভিন্ন স্কুলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রত্যেক স্কুলে ক্যারাটে শেখানোটা বাধ্যতামূলক করা উচিত। এর জন্য রাজ্য সরকারের তরফ থেকে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, তারা তিন মাসের একটা কোর্স চালু করেছে। তবে তিন মাসে ক্যারাটে কিছু শেখা যায় না। তাদের ভাল ট্রেনিং দরকার। প্রত্যেক মেয়েকে ব্ল্যাকবেল্ট হতে হবে। তাহলেই মেয়েরা বাঁচতে পারবে। তাদের বাবা, মা, স্বামী, বোন, ভাই কেউ বাঁচাবে না।'

সাধনা সরকার উদ্যান প্রসঙ্গে এই বিশিষ্ট ক্যারাটে কোচ জানিয়েছেন, 'এই মাঠে কয়েক হাজার মেয়ে বছরে ক্যারাটে শেখে। তাদের শেখানোর জন্য খরচাও হয় ভালই। সরকারের কাছ থেকে আমরা মদন মিত্রের সময় সাহায্য পেয়েছিলাম। কিন্তু তার পর সেভাবে সাহায্য পাইনি। এটা আমার কাছে একটা বড় আক্ষেপ। তাই আমি চাইব বর্তমান ক্রীড়ামন্ত্রী যেন ক্যারাটের দিকটা একটু দেখেন এবং আমাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তাহলে আরও বেশি মানুষ ক্যারাটেকে ভালবেসে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে বেছে নেবে।' এখন দেখার, কোচ মহম্মদ আলির কথামতো ক্যারাটে কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে।

প্রকাশক পার্থ কুণ্ডু কর্তৃক পি-১১, সি. আই. টি. রোড, স্কিম - এল ভি, কলকাতা-১৪ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ৮১ নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা-৭০০ ১০৯ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● কার্যনির্বাহী সম্পাদক : দেবাংশু চক্রবর্তী ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা